১. উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখ।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ, কেননা যে সব বৈশিষ্ট্যকে এক মতবাদে গুণরূপে গণ্য করা হয়, অন্য মতবাদে তাদের দোষরূপে গণ্য করা হয়,তেমনি আবার যে সব বৈশিষ্ট্যকে এক মতবাদে দোষরূপে গণ্য করা হয়, অন্য মতবাদে তাদের গুণরূপে গণ্য করা হয়। মতবাদ দুটির পারস্পরিক বিরোধিতা উল্লেখ করা গেল-

(১) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে শ্রেণীগত বৈষম্যকে স্বীকার করা হয়। সমাজে ধনী ও দরিদ্র, বিত্তবান ও বিত্তহীন, উভয়েরই স্থান আছে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল কখনো সহযোগিতার আবার কখনো প্রতিযোগিতার। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে শ্রেণী বৈষম্যকে অস্বীকার করা হয়; সমাজে শ্রেণী থাকবে একটাই-কৃষক-শ্রমিকের প্রোলেতেরিয়েত শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়, যেখানে প্রতিটি দল প্রকাশ্যে এবং স্বাধীনভাবে অন্যান্য দলের বিরোধিতা ক'রে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সচেষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলরূপে কেবল একটি দলকেই স্বীকার করা হয়-শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষদের নিয়ে প্রলেতেরিয়েত দল।

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার মালিকানাকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তি তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অথবা স্বোপার্জিত সম্পদের একচ্ছত্র অধিপতি বা মালিক; অপরের সেই সম্পদের প্রতি কোন অধিকার থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার স্বীকার করা হয় না। উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণের, চাষের জমির, কল-কারখানার, যন্ত্রপাতির, যাবতীয় উপকরণের মালিক হল রাষ্ট্র।

(৪) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেজন্য বাক স্বাধীনতা, জনমত গঠনের ও প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রভৃতি স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকারের পরিবর্তে অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে, এই ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের অধিকার, পারিশ্রমিকের অধিকার, অবসর বিনোদনের অধিকার, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার ইত্যাদি সমধিক গুরুত্ব পায়।

(৫) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত-বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকার থাকে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সাধারণত নিষিদ্ধরূপে গণ্য করা হয়।

উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যের উল্লেখ করা গেলেও সম্প্রতি এটাই লক্ষ্য করা যায় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করেছে, তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যকে প্রয়োজনীয়রূপে

গ্রহণ করেছে। শাসনব্যবস্থার এপ্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করে অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, ভবিষ্যতে এই দুটি মতবাদের মধ্যে তেমন কোন বৈরীভাব থাকবে না এবং সম্ভবত তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তৃতীয় এক উন্নত মতবাদের উদ্ভব ঘটাবে।